কালীগঞ্জে অবৈধভাবে মাটি ও বালু বিক্রয়ের অপরাধে ৩ জনকে জরিমানা, ১ জনকে বিনাশ্রম কারাদন্ড

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে পুকুর থেকে অবৈধ ভাবে মাটি ও বালু বিক্রয়ের অপরাধে ৩ জনকে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা ও ১ জনকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা ঈশ্বরবা গ্রামে এই অভিযান চলানো হয়। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ হাবিব এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ হাবিব জানান, অবৈধভাবে পুকুর থেকে মাটি ও বালু ব্যানিজ্যিক উদ্যোশ্যে বিক্রয় করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা ঈশ্বরবা গ্রামে অভিযান চালায়।

এসয় ঈশ্বরবা গ্রামের শামছুদ্দিনের ছেলে রফি মিয়া ডিসির অনুমতি ছাড়ার তার পুকুর থেকে বানিজ্যিক উদ্যোশ্যে অবৈধ ভাবে মাটি ও বালু বিক্রয়ের অপরাধে ৫০ হাজার টাকা, মাটি ও বালু গাড়ি ভাড়া করে কন্টাক্ট নিয়ে ভাটায় বিক্রয়ের অপরাধে একই গ্রামে ফরিদ উদ্দিনকে ২০ হাজার টাকা ও ট্রলিতে গ্রামের ভিতরে দ্রুতগতিতে ঝুকিপূর্ণ ভাবে মাটি বোঝাই ট্রাক্টর চালানোর অপরাধে ড্রাইভার আকবার আলীকে ৭দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় উপজেলা ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার মরতুজ আলী, পৌর ভূমি কর্মকর্তা জাকির হোসেন, কালীগঞ্জ থানার এসআই ভবতোষ সহ পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় হত্যাসহ হাফ ডজন মামলার আসামি ফজা গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার অপরাধ জগতের ডন হিসেবে পরিচিত হত্যাসহ হাফ ডজন মামলার আসামি সুমন ওরফে ফজাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার ঢাকার মিরপুর এলাকা থেকে ডিবি পুলিশের সহযোগিতায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত ফজা আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার নওদা বন্ডবিলের মণ্টুর ছেলে।

জানা যায়, আলমডাঙ্গার অপরাধ জগতের লাগাম টানতে সম্প্রতি আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক কয়েকটি ছিনতাইয়ের ঘটনার পর থেকে এর অন্তরালের ডনকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ মরিয়া হয়ে ওঠে।

একপর্যায়ে গত মঙ্গলবার ঢাকার মিরপুর এলাকা থেকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সুমন ওরফে ফজাকে গ্রেপ্তার করে। ডিবির সহযোগিতায় এসআই আমিনুরের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি চৌকস দল তাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, কুখ্যাত অপরাধী ফজার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় হত্যাসহ হাফ ডজন মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে।

থানা সূত্রে জানা জয়ায়, ২০২০ সালের একটি হত্যা মামলা, ২০১৮ সালের বিস্ফোরকদ্রব্য আইনে মামলা, ২০১৬ সালে পিটিয়ে জখম করে ছিনতাই মামলা, ২০১৯ সালের মারামারি মামলা, ২০২১ সালের পিটিয়ে জখম করে ছিনতাই, ২০১৯ সালে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি চুরি মামলাসহ কমপক্ষে হাফ ডজন মামলার আসামি তিনি।

এলাকা সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া অঞ্চলের এক সময়ের কিশোর গ্যাং গ্রুপের অন্যতম নেতা ছিলেন আলমডাঙ্গার নওদা বন্ডবিলের সুমন ওরফে ফজা। চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া অঞ্চলে এক সময়ের কিশোর গ্যাং গ্রুপের তা-ব ছিল সীমাহীন। এই গ্রুপের শীর্ষ নেতা ছিল আলমডাঙ্গার নিহত ইমরান। তার অন্যতম সহযোগী ছিল তমাল ও ফজা।

ইমরান নিহত হওয়ার পর এ কিশোর গ্যাং গ্রুপ খেই হারিয়ে ফেলে। এমন

পরিস্থিতিতে তমালও নিজ এলাকা গোপালগঞ্জে ফিরে গেলে এ গ্যাং গ্রুপ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। কয়েক বছর তাদের তৎপরতা থেমে যায়। তারপর ফজা নিজের উদ্যোগে আবারও এ গ্রুপটিকে পুনর্জীবিত করতে চেষ্টা করছিলেন। কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সে এলাকায় নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিলেন।

ঢাকায় বসে তিনি কয়েক বছর ধরে আলমডাঙ্গার অপরাধ জগত নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর থানা ও আলমডাঙ্গা থানায় হাফ ডজন মামলার হুলিয়া মাথায় নিয়ে তিনি ঢাকায় পলাতক ছিলেন।

ইতঃপূর্বেও ২০২০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় ফজা নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন গোপনে এমন সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার এসআই কামরুল ইসলাম ও এএসআই মহানন্দ রায় নওদাবন্ডবিল এলাকায অভিযান চালিয়ে ফজাকে গ্রেপ্তার করে।

আলমডাঙ্গায় চিকিৎসকের দেয়া মেয়াদোত্তীর্ণ কৃমিনাশক ওষুধ খেয়ে ৯টি ভেড়ার মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় চিকিৎসকের দেয়া মেয়াদোত্তীর্ণ কৃমিনাশক ওষুধ খেয়ে এক শারীরিক প্রতিবন্ধীর ৯টি ভেড়ার মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে ওই ঘটনা ঘটে।

মেয়াদোত্তীর্ণ কৃমিনাশক ওষুধ খেয়ে অসুস্থ হওয়ার পর ভেড়াগুলো জবেহ করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ভেড়ার মালিক শারীরিক প্রতিবন্ধী হুমায়ুন কবির। যথাযত ক্ষতিপূরণসহ মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

হুমায়ুন কবরী জানান, আমি খুব গরীব মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে ভেড়া পালন করি। বর্তমানে আমার ৩০ টি ভেড়া ছিল। এরমধ্যে কিছু ভেড়া অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আমি বুধবার সকালে পরামর্শ নিতে আলমডাঙ্গা ভেটেনারি ট্রেনিং

ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক মাসুদ আলী খানের কাছে যাই। তিনি এভিনেক্স পাউডার দেন। ওই পাউডার ৩ ভাগের দুই ভাগ বাদ দিয়ে এক ভাগ অসুস্থ ভেড়াকে খালি পেটে খাওয়াতে বলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সকালে পাউডারটি খাওয়ানোর সাথে সাথে ছটফট করে ৯টি ভেড়ার মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ১ টি মেড়া, ৩ টি খাসি ভেড়া, ২টি পাটি ভেড়া ও ৩টি ধাড়ি ভেড়া রয়েছে।

তিনি আরও জানান, ওই ঘটনার পর আমি স্থানীয়দের ওষুধটি দেখায়। ওষুধটি মেয়াদ নেয় বলে জানান তারা। আমি এর যথাযথ ক্ষতিপূরণ চাই। এ বিষয়ে আমি থানায় মামলা করবো।

মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে আলমডাঙ্গা ভেটেনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক (এসএএলও) মাসুদ আলী জানান, এভিনেক্স পাউডারটি রেনেটা কোম্পানির। এটি কৃমিনাশক পাউডার। তবে, দেয়ার সময় খেয়াল করিনি যে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। গত ২০২১ সাল পর্যন্ত ওই ওষুধের মেয়াদ ছিল।

এবিষয় আলমডাঙ্গা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি জানান, ভুল বশত কারণে ভেড়া গুলো অসুস্থতার পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে। ভুক্তভোগী একজন গরিব মানুষ। তাকে কিছু ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য আমার আলোচনা করছি।

গাংনীতে টাকার বদলে বিষ! প্রবাসীর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়

প্রবসী স্বামীর দেয়া জমানো পাওনা টাকা চাইতে গেলে পাওনাদারকে টাকা না দিয়ে বিষ খেয়ে মরতে বলে দেনাদার। অবশেষে রাগে ও ক্ষোভে ওই বিষপান করে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন প্রবাসীর স্ত্রী রেক্সোনা খাতুন (৩০)।

রেক্সোনা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার সন্ধ্যারাতে গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা

মিজানুর রহমানকে এবিষয়ে জানতে একাধিকবার মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে এবং তার গ্রামে গিয়ে খোঁজ করা হলে তিনি আত্নগোপন করায় মন্তব্য লেখা সম্ভব হয়নি।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, এবিষয়ে থানায় কেউ অভিযোগ করেনি। তবে অভিযোগ করলে ওই নারীকে আইনী সহয়তা প্রদান করা হবে।

কুষ্টিয়ায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন এবং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া টাকা উদ্ধার

কুষ্টিয়া থেকে বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া ২৩ টি বিভিন্ন ধরনের ব্রান্ডের মোবাইল ফোন এবং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ৭৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে সকলের হাতে ফেরত দিয়েছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্সে সংবাদ সম্মেলনে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল আলম এসব তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেষ্টিগেশন ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিবুল ইসলাম নির্দেশনায় ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মোঃ আনিসুল ইসলাম এর নেতৃত্বে একটি কৌচস দল তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ২৩ টি মোবাইল ও ৭৫ হাজার টাকা উদ্ধার করেন।

তিনি বলেন, আমি খুবই প্রাউইড ফিল করি। অর্থ সংক্রান্ত কোন অপরাধ, মোবাইল ছিনতাই চুরি ও হারিয়ে যাওয়া এসব উদ্ধারে তৎপর কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেষ্টিগেশন ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা।

কুষ্টিয়ার সকল থানা থেকে হারানো এসব নিয়ে প্রাপ্ত জিডিগুলো

সিসিআইইউ তে ফরোয়ার্ড দেওয়া হয়। তারপর এ নিয়ে কাজ করা হয়। কুষ্টিয়ার বাইরে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসব মোবাইল ফোন ও বিকাশে প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া টাকা উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, পুলিশ জনগণের সেবায় সবসময় নিয়োজিত থাকবে বলে তিনি জানান।
মোবাইল ফিরে পাওয়ায় জেলা পুলিশ ও কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেষ্টিগেশন ইউনিটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুরে ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় কৃষক নিহত

বালি বোঝায় ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় ফরজ আলী (৬২) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।
নিহত ফরজ আলীর বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে।

আজ বৃহস্পিবার সকালের দিকে মেহেরপুর-মহাজনপুর সড়কের যতারপুর ব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের পরিবার সূত্রের বরাত দিয়ে সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, ,ফরজ আলী বাই সাইকেল যোগে স্থানীয় মাঠের পানের বরজে কাজ করার জন্য যাচ্ছিলেন। যতারপুর ব্রিজ এলাকায় পৌছানো মাত্রই বালি বোঝায় ট্রাক(ড্রাম্পার) তাকে ধাক্কা দিলে রাস্তার পাশে পড়ে মারাত্মক আহত হন।এসময় পথচারিরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে নেওয়ার পথে আমঝুপির মধ্যে মারা সে। ড্রাম ট্রাকটি পালিয়ে গেছে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ পাওয়ায় গাংনীর ৬ ফার্মেসীকে অর্থদন্ড ভ্রাম্যমান আদালতের

মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ ও ড্রাগ লাইসেন্সেরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ৬ ওষধ ফার্মেসীকে অর্থদন্ড ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ বিনষ্ট করেছে ওষধ প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম। আজ বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) বেলা সাড়ে টা থেকে সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল এলাকা, রাইপুর ও হেমায়েতপুর বাজারে এ অভিযান চালান তিনি।
ওষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক কে এম মহসীনিন মাহবুব বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ এবং লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকার মোহনা মেডিকেলের মালিক মহিবুল ইসলামকে ২ হাজার ৫ শ টাকা, মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ পাওয়ায় হিমেল ফার্মেসীর মালিক নজরুল ইসলামকে ১ হাজার ৫ শ টাকা, তুরিন ফার্মেসীর মালিক মোস্তফাকে ৫ শ টাকা, হেমায়েতপুর বাজারের হেলাল ফার্মেসীর মালিক হেলাল উদ্দীনকে ৫ হাজার টাকা, ডাক্তার সামসুল আলম ফার্মেসীর মালিক সামসুল আলমকে ১ হাজার টাকা, রাইপুর বাজারের রনি ড্রাগ হাউজের মালিক সমসের আলীকে ১ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়।
এসময় ওষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গার সহকারী পরিচালক কে এম মহসীনিন মাহবুব ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর তিন কৃষক পেলেন সরকারের দেয়া কৃষি যন্ত্রপাতি

ভর্তুকী মূল্যে গাংনী উপজেলার পৃথক এলাকার তিন কৃষক পেলেন সরকারের দেয়া কৃষি যন্ত্রপাতি। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার

গাঁড়াডোব গ্রামের শুকুর আলী, চিৎলা গ্রামের আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ ও ধর্মচাকী গ্রামের আবুল কাশেম।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্ত¡রে ভর্তুকী মূল্যে এই তিন কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতির চাবী তুলে দেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেন।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে “সমন্বিত ব্যবস্থাপনা মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকী করণ প্রকল্পের আওতায় সরকারী উন্নয়ন সহায়তায় ৩ জন চাষীর মাঝে এ কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়।
গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সভাপতিত্বে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ সামসুল আলম, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের প্রতিনিধি আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু।
গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবেদীন ইকুইপ্টমেন্ট লি: এর মার্কেটিং অফিসার মিনারুল ইসলাম, জাতীয়পার্টি জেপি জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল হালিম প্রমুখ। উল্লেখ্য, ৩৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মুল্যের ধান কাটা মাড়াই কৃষি যন্ত্রপাতিটি কৃষকদের মাঝে ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় সরকারীভাবে প্রদান করা হলো। প্রতিটি কৃষকদের জন্য সরকারী সাড়ে ১৫ লাখ টাকা ভর্তূকী প্রদান করছে।
জানা গেছে, চলতি মৌসুমে এ প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলায় মোট ৭ টি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে।

হরিণকুন্ডুতে গরু মোটাতাজাকরণে উপর যুব উন্নয়ন

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

নিয়োগপত্র দেন এবং তাদের ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান। এসময় মেহেরপুর জেলা পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম বলেন, কোনো ধরনের তদবির বাণিজ্য ছাড়াই শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়ে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেছেন, ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) নিয়োগে বাংলাদেশ পুলিশের মাননীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার) যে নিয়োগ পদ্ধতি চালু করে দিয়েছেন তা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট।

“চাকরী নয়, সেবা” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলায় ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে চাকরি পেলেন ১৮ জন চাকরি প্রার্থী। মেহেরপুর জেলার সম্মানিত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ রাফিউল আলম মহোদয়ের সার্বিক তত্তাবধানে স্বচ্ছতা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে ১৮ জন চাকরিপ্রার্থী প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।